দৈনিক
জনকণ্ঠ
বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৩২৫ ॥ ঢাকা সোমবার ৮ মাঘ ১৪৩০
বঙ্গাব্দ ॥ ৯ রজব ১৪৪৫ হিজরি ॥ ২২ জানুয়ারি ২০২৪

North South University Library

র‍্যাঙ্কিংয়ের পিছে ছোটে না এনএসইউ

আসিফ হাসান কাজল ॥ র‍্যাংঙ্কিংয়ের জন্য আমরা ছাত্রদের পড়াই না। আমরা চেষ্টা করি ছাত্ররা যেন ভালো মানের শিক্ষা পায়। পাস করার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভালো চাকরি পায়। তারা ভালো উদ্যোক্তা হোক। আমরা চাই বেশি বেশি পাবলিকেশন ও গবেষণা। আমাদের কাজ জ্ঞান তৈরি করা ও জ্ঞানের বিতরণ। বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংঙ্কিং ছায়ার মতো। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (এনএসইউ) র‍্যাঙ্কিংয়ের জন্য ছোটে না। জনকণ্ঠের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য প্রফেসর ড. আতিকুল ইসলাম সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন।

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এনএসইউ প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথিতযশা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট ও প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও বিশ্ব র‍্যাংঙ্কিংয়ে পেছনে ফেলে দিচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পিএইচডি চালু করার জন্য দীর্ঘদিন তারা দাবি জানিয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সম্মত। এর পরও বাড়ছে অপেক্ষা। এ বিষয়ে উপাচার্য বলেন, দেশে যদি ১০৭টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকে অন্তত ৫-৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিইচডি চালু করা উচিত। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগে পিএইচডি চালু করাও ঠিক হবে না। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে কতজন শিক্ষক পিএইচডিধারী সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কতগুলো কার্যকরী গবেষক আছেন, আন্তর্জাতিক জার্নালে তাদের পাবলিকেশনের অবস্থাও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পিএইচডির মান কমবে কি না এমন প্রশ্নে তিনি আরও বলেন, যদি ভালোমানের বিশ্ববিদ্যালয়কে এই সুযোগ দেওয়া হয় তা হলে কমবে না। কিন্তু পাইকারি হারে সবাইকে দেওয়া হলে অবশ্যই মান কমবে। গবেষণায় এনএসইউর বিনিয়োগ সম্পর্কে জানতে চাইলে উপাচার্য আতিকুল ইসলাম বলেন, আমরা

ড. আতিকুল ইসলাম

গবেষণায় আরও বিনিয়োগ করতে রাজি আছি। কিন্তু অপচয় করতে রাজি নই। কোনো প্রকল্পের মেধা আছে এমন যে কোনো প্রকল্পে এনএসইউ ফান্ডিং করতে রাজি। কারণ আমাদের গবেষণার জন্য যে অর্থ আছে তা সম্পূর্ণ আমরা খরচ করতে পারছি না। অন্যদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চাই।

সাক্ষাৎকারে উপাচার্য আতিকুল ইসলাম

বেশকিছু পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও আমাদের যৌথ গবেষণার কাজ চলছে। আমি এখন সব উন্মুক্ত করে দিয়েছি। বাংলাদেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যে কোনো গবেষক এনএসইউতে আবেদন করতে পারবে। আমরা ফান্ডিং করব। এক্ষেত্রে একটিই শর্ত তা হলো ওই দলে আমাদের কারও থাকতে হবে।